USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

World Vision

লবণ পানির সংসার

WFP
World Food Programme
wfp.org

WINROCK INTERNATIONAL

উপকূলীয় মানুষের পানি ও পয়:নিষ্কাশন সংকট নিয়ে-

লবণ পানির সংসার

উপকূলীয় মানুষের পানি ও পয়:নিষ্কাশন সংকট নিয়ে-
লবণ পানির সংসার

গল্প কথক
ফাইমা রহমান, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

মূল আইডিয়া ও সম্পাদনা
মোহাম্মদ নূরুল আলম রাজু, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

কভার ফটো
এমদাদ হোসেন, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

‘**দ্বিতীয় উপকূলীয় পানি সম্মেলন ২০১৯**’ উপলক্ষে আয়োজিত ফটো প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত ছবি নিয়ে এই এ্যালবামটি তৈরি করা হয়েছে।

এই ফটো এ্যালবামটি ইউএসএআইডি এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগনের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা দ্বারা প্রনীত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু সমূহের জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ দায়ী থাকবে। এখানে ইউএসএআইডি অথবা আমেরিকান সরকারের কোন মতামত প্রতিফলিত হয়নি।

মুখবন্ধ

কিছুদিন আগে খুলনার দাকোপ এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় গিয়েছিলাম। দাকোপের সুতারখালী ইউনিয়নে গিয়ে আলাপ হয় সেখানকার বাসিন্দা ২৫ বছর বয়সী আলেয়া বেগমের সাথে।

আলেয়া বেগমের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়। ছয় সদস্যের দরিদ্র পরিবারটিতে নিত্যদিনের পানি যোগানের দায়িত্ব আলেয়া বেগমের। প্রতিদিন খুব সকালে তিনি বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি পানির উৎস থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে যান। ফিরতে ফিরতে দুপুর। তার গ্রামে সুপেয় নিরাপদ পানির সংকট এত প্রবল যে; প্রতিদিন যদি এই পাঁচ কিলোমিটার পথ পাড়ি না দেয়; আলেয়া বেগমকে তার বাড়ির পাশের লোনা পানির পুকুরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

সারা বিশ্বে, আনুমানিক ৭৮০ মিলিয়ন মানুষ এখন নিরাপদ সুপেয় পানি এবং ২.৪ বিলিয়ন মানুষ মৌলিক স্যানিটেশন বঞ্চিত; যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩২% এরও বেশি। বর্তমানে এশিয়ায় ৬৮-৮৪ % সুপেয় পানির উৎস দূষিত (দূষণের কারণ আয়রন, আর্সেনিক ও লবণ ইত্যাদি) এবং স্কুলসমূহে অপ্রতুল পানি, স্যানিটেশন ও মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার কারণে স্কুলগামী কিশোরীদের একটি বিশেষ সময়ে উপস্থিতির হার কমছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী ৩৬% শিশু অপুষ্টি এবং ৪৬% শিশু খর্বাকৃতি রোগে ভুগছে যার অন্যতম মুল কারণ সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভাব। এছাড়াও আনুমানিক ৭০ মিলিয়ন মানুষ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়, যাদের বেশীরভাগই উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করে।

উপকূলীয় এলাকার মানুষের পানির অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জোরদার করার লক্ষ্যে এই এলাকায় কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে ১ ও ২ আগস্ট, ২০১৯ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় উপকূলীয় পানি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিলো। বিভিন্ন সংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিলো উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত বিশাল জনসংখ্যার সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংকটকে সকলের সামনে তুলে ধরা। সম্মেলনে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংকট বিবেচনায় একটি আলোকচিত্র প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয় যেখানে ৪৮টি ছবি নির্বাচিত হয়েছিল। ৪৮টি ছবির পেছনের গল্প নিয়ে 'লবণ পানির সংসার', যেখানে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংকট উঠে এসেছে।

আমাদের কাছে মনে হয়েছে, এই এ্যালবামের ছবি এবং ছবির পেছনের গল্পসমূহ প্রজন্মান্তরে বয়ে চলা উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনের গল্প কিংবা গল্পের জীবন। যেসব গল্প উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ জানে, নীলাকাশ জানে, জানে লোনা পানিও; কিন্তু নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছাতে বড় দেরি হয়ে যায়। আমরা খুব অধিকার নিয়ে সেসব প্রশ্নের জবাবও জানতে চাই না। তারচেয়ে বরং ফটো এ্যালবামটি দেখতে দেখতে আমরা মনে মনে আওড়াতে থাকি, "এতো চাওয়া নিয়ে কোথা যাই"...

এখানে শৈশব জুড়ে বৃষ্টি, ঝিলের জলে মাথায় ছাতার বদলে কচুপাতায় নিহিত আছে যে সরল সৃষ্টিশীলতা তার উদ্বোধন বৃষ্টি ছাড়া কি সম্ভব? অনাবৃষ্টি নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের বৃষ্টি নয়, ঠিক আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টিতেই ঝিলে আধডোবা হয়ে হাসা যায় এখনও, যদিও ঝিলের মাঝেই পেছনে বিদ্যুতের উঁচু খুঁটি জানান দিয়ে যায় সর্বগ্রাসী নগরায়নের কবল থেকে এই হাসি বেশি দূরে নয়।

এমদাদ হোসেন, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

ঠেলাজাল নিয়ে কয়েকটি পুঁটি, চিংড়ি কিংবা টেংরা মাছের পেছনে ছুটতে ছুটতে কখন যেনো শুকিয়ে এলো এই জলভূমি। এই ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া শুষ্ক প্রান্তর এখন মৃত মাছের গোরস্থান। চারদিকে খরা নিয়ে মাঝখানে এখনও জমে থাকা জলে জমে আছে যেনো এই জলভূমির ইতিহাস। এই কিশোরের উঁচিয়ে ধরা ঠেলাজালেই আছে খরার কাছে তার আত্মসমর্পণ। মরিচিকাসম জলের প্রতিচ্ছবিতে ধ্বনিত হচ্ছে পুরোনো জলভূমির অতীত আর খরাময় ভবিষ্যতের ইতিহাস।

এমদাদ হোসেন, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

জৈষ্ঠ্যের দুপুর! গা পুড়ে যাওয়া তপ্ত রোদ থেকে নিজেদের কিছুটা প্রশান্তি দিতে দুইটি শিশু নেমে পড়েছে জলে, স্বচ্ছ মুক্তোর মতো জল ছিটিয়ে দিচ্ছে পরস্পরের শরীরে। নিষ্পাপ শৈশবের এই জলকেলি তাদের স্মৃতিতে রয়ে যাবে বহুদিন, স্মৃতি এক অবিনশ্বর স্বত্ত্বা, শৈশব যার গলায় বকুল ফুলের মালা পরিয়ে রাখে। মালা শুকিয়ে যায়, স্মৃতি রয়ে যায় ধুলোবালি মেখে। আমাদের দেশটা যেন ক্রমশ মরুভূমি হয়ে উঠছে। এই জলটুকুও ফুরিয়ে গেলে টিকে থাকবে শুধু বালুকণা। এই শিশুরা যখন বড় হবে তখন নস্টালজিয়া হয়তো তাদের টেনে আনবে এখানে; যেখানে জল ছিলো। এই জলাশয় ততদিনে হয়তো পরিণত হবে ধূধূ বালুচরে, এখানের তপ্ত বালু তাদের পায়ের পাতায় জানান দেবে, জলও আগুন হয়ে উঠে। জলাধার ভরাট উপকূলে আরেক নিত্যনৈমত্তিক দৃশ্য! জলাধারগুলো রক্ষা করার মধ্য দিয়ে,এই শিশুতোষ আনন্দ যেন প্রজন্মান্তরে বয়ে চলতে পারে সে দায়িত্বটা যাদের তারা কি জানেন কতটুকু জলভূমি ভরাট হচ্ছে প্রতিদিন?

শামীম আরফীন, নির্বাহী পরিচালক, এওসেড

দুর্যোগে, জলোচ্ছ্বাসে আসমান জমিন এক করে বাঁধ ভেঙ্গে জল আসে ঠিকই কিন্তু এক ফোঁটা পানির জন্য হাহাকার করে প্রাণ। করিমন বিবির বয়স হয়েছে। এখন এই বয়সে শরীরে ভর করে ক্লান্তি। এক জীবন সংসারের ঘানি টেনে এখনো করিমন বিবিকে কয়েক মাইল ছুটতে হয় একটুকু খাবার পানির জন্যে। পানযোগ্য পানির কলের মুখে কলসটি ধরে বৃদ্ধার অপেক্ষা কি শুধুই জলভর্তি কলসের? নাকি বারবার দুর্যোগের কবলে পড়ে অসহায়ত্বে ভারাক্রান্ত এই বৃদ্ধার অপেক্ষা এই দুর্যোগ চক্র থেকে মুক্তির? যেই মুক্তির আপাত স্বাদ আছে এই সুপেয় পানির কলসে বেঁচে থাকার হাতছানিতে।

শামীম আরফীন, নির্বাহী পরিচালক, এওসেড

হাজার বছর পথ হেঁটে জীবনানন্দ দাশ তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই; কিন্তু এই শিশু দুটি মোরগের ডাক শুনে যে গন্তব্যে পা বাড়িয়েছিল সেখানে তারা ঠিকই পৌঁছাতে পেরেছে। বোতলভর্তি আকাঙ্ক্ষিত জল নিয়ে তারা আবার ফিরে যাচ্ছে ব্যক্তিগত ঘরে, চেনা উঠানে। এই দুই বোতল জল পাঁচজনের পরিবারের এক দিনের সম্বল, সুপেয় জলের এত অভাব এই অঞ্চলে। হাতে কাঙ্ক্ষিত জীবনদায়িনী জল পেয়েও মুখে আনন্দ নেই শিশুদের, বাসায় অতিথি আসলে হয়তো বিকেলে স্কুলশেষে আবার হেঁটে আসতে হবে এতটা পথ, বয়ে নিয়ে যেতে হবে দুই লিটার জল। এই পথ কবে শেষ হবে শিশুটি তা জানে না, পেছনে ফেলে আসা নীলাকাশ হয়তো জানে, জানে কি?

শামীম আরফীন, নির্বাহী পরিচালক, এওসেড

জলোচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্ট বন্যার পানিতে সবকিছু প্লাবিত হলেও তৃষ্ণা মেটে না। দূষিত লোনা জলের ভেতর দিয়ে তাই দুটি কলস ভর্তি পানি সাঁতরে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। শুকনো খাবারে তবুও প্রাণ চালিয়ে নেয়া যায় কিন্তু পানযোগ্য পানি কই? পানির মাঝে বাস অথচ সেই পানির অভাবই সবচেয়ে বেশী। একটি বাড়িয়ে দেয়া হাতের কাছে পৌঁছাতে পারলে এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতার কালে আরও অনাগত অসংখ্য দুর্যোগময় যাত্রায় কে দিবে পরিত্রাণ?

শামীম আরফীন, নির্বাহী পরিচালক, এওসেড

মেয়েটার বয়স হয়েছে দুই বছর, মাকে ছেড়ে একটা ঘণ্টাও একা থাকতে পারে না সে। মাকে দেখতে না পেলে কান্নাকাটি করে পুরো বাড়ি মাথায় তুলে ফেলে। সুপেয় জল পেতে মায়ের যেতে হয় গ্রামের শেষ প্রান্তে, মেম্বারের বাড়ির উঠোনে আছে একটিমাত্র টিউবওয়েল। মেয়েও মাকে ছাড়বে না, তবে এতটা পথ হেঁটে যাওয়া-আসা করার মতো শক্ত হয়ে উঠেনি এখনো তার পা। মায়ের কোলে চড়ে সে জলের খোঁজে যাচ্ছে, ফেরার পথে কলসি উঠবে কোলে, গুটি গুটি পায়ে সে তখন হেঁটে আসবে মায়ের পিছুপিছু। একটা দেশ প্রতিষ্ঠার ৪৮ বছর পরেও এরকম অসংখ্য মা'দেরকে আমরা জলের এই কষ্ট থেকে মুক্ত করতে পারিনি, অন্তত আমাদের শিশুদের যেন বড় হয়ে এই যন্ত্রণাটা সহ্য করতে না হয়।

শামীম আরফীন, নির্বাহী পরিচালক, এওসেড

ওয়াসার পাইপ পৌঁছায়নি যেখানে, যেখানে অনিরাপদ পানি অপরিষ্কার হাতে ছড়িয়ে দেয় জীবাণু- সেখানেও জীবাণুর কাছে হার মানা নয়। ওয়াসার কলের বদলে নাহয় ড্রামের কলেই হাত ধোঁয়ার অভ্যাস হোক। এই অভ্যাস মানুষের সৃজনশীলতা দিয়ে মানুষের অসুবিধা আর অসহায়ত্বকে পরাস্ত করার নাম। এই সৃজনশীলতা দেখে বলতে ইচ্ছে করে, "খড়্গ হস্তে নৃত্য করো জল্লাদ সময়, তোমার সুস্থির হওয়া বড় প্রয়োজন.."

শামীম আরফীন, নির্বাহী পরিচালক, এওসেড

যেখানে সামান্য খাওয়ার পানির জন্য মাইলের পর মাইল ছুটতে হয়, সেখানে স্কুল থেকে যেতে-আসতে, খেলা কিংবা ক্লাস শেষে আজলা ভরে পানি খাওয়াটাও যে একটা বাড়তি সুবিধা হতে পারে তা ছেলে মেয়ে দুটি এই বয়সেই জেনে গেছে। সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এই অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় সুপেয় পানির জন্য ভূগর্ভস্থ পানি অন্যতম ভরসা এটা ওরা পুরোপুরি হয়তো জানেনা। কিন্তু এটা তারা ঠিকই জানে, এই গ্রামে এই একটি টিউবয়েলই আছে যেখানে সুপেয় মিষ্টি পানি পাওয়া যায়, যার জন্য মাইলের পর মাইল ছুটতে হয়না। গোটা উপকূলীয় অঞ্চলে এরকম সুপেয় পানির উৎস নিতান্তই বিরল।

নান্টু গোপাল দে, এএসডব্লিউএস প্রকল্প, সিএসএস

বাড়িতে আজ মেহমান এসেছে, ভাবি আর ননদকে যেতে হবে পানি সংগ্রহ করতে, পুরুষেরা সবাই গিয়েছে কাজে। গ্রামটা এখন মোটামুটি পানির উপর ভাসছে, এই ভরা বর্ষায় খালবিল পানিতে টইটুম্বুর। তবুও পানি সংগ্রহ করতে দূর গ্রামে যেতে হয়, সমুদ্র তার লবণ মাখানো থাবা এতদূর বিস্তৃত করেছে যে খালবিলের পানি মুখে দেবার উপায় নেই। এই পানির যুদ্ধ দেখে আপনার স্যামুয়্যাল টেইলর কোলরিজের কবিতার দুর্ভাগা নাবিকদের কথা মনে পড়তে পারে, সমুদ্রে ভেসে ভেসে যারা আক্ষেপ করে বলেছিলো "ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার, নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।" এই গ্রামের সহজ সরল মানুষেরা তো কোনো এলবাট্রসকে খুন করেনি তবুও তাদের কেন বইতে হয় নিদারুণ জীবন?

নান্টু গোপাল দে, এএসডব্লিউএস প্রকল্প, সিএসএস

সুপেয় পানির খোঁজে পাড়া থেকে পাড়ায়, মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়ানোর দিন আপাতত শেষ। ডোবার পানি কবে ফুরিয়ে যাবে সে চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমানোর দিন গ্রামবাসীর এখন ফুরিয়ে এসেছে। একটু সুপেয় পানির জন্য যেখানে চলে অবিরাম সংগ্রাম; তখন একটা গ্রামে বেসরকারী সংস্থার দেয়া একটিমাত্র পিএসএফ এর পানিও গ্রামীণ এই মহিলাদের স্বর্গীয় হাসির কারণ হয়ে ওঠে। কল আর কলসমুখর এই জীবন কোনো নির্বাচিত জীবন নয়, জীবনকে বেছে নেয়ার একমাত্র উপায়। এই পানি নেয়ার উছিলায় তৈরি হয় কতশত গল্প, কতজনের পরিচয়- সামগ্রকিতার এক উদ্বোধন।

মিজানুর রহমান পান্না, রূপান্তর

এই কুচকুচে কালো জলের ভেতর দিয়ে গ্রামের মাঝি শাজাহান বয়ে এনেছে খাবার পানি। আগেকার দিনে শাহ্‌জাহানের পূর্বপুরুষেরা নৌকা নিয়ে গঞ্জের হাঁটে যেতেন মাছ বিক্রি করতে, সেই টাকায় বাজারসদাই করার পাশাপাশি কিনে আনতেন বউয়ের জন্য আলতা নূপুর, কাঁচের চুড়ি আর শিশুটির জন্য ঘুঙুর। সেই দিন আর নেই, এখন ওপারের গ্রাম থেকে বয়ে আনতে হয় পানি, একান্নবর্তী পরিবারে জলের চাহিদা অনেক অথচ গ্রামে সুপেয় জল নেই। আগে তো ঘরের লোকের প্রাণ বাঁচাতে হবে, তারপর কোনোদিন যদি সুযোগ মেলে তবে হয়তো আহ্লাদ করা যাবে বউটির সাথে। শাজাহান বৈঠা চালাতে চালাতে ভাবেন কবে তার এই পথচলা ফুরোবে, কবে ফেরা হবে ব্যক্তিগত ঘরের কাঁশবনে।

সৈয়দ আসাদুল হক, রূপান্তর

নদীর তীরে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে, কালো জলে তার ছায়া দেখা যায়। নদীর তীর হয়ে উঠেছে শহরের ডাস্টবিন আর জলে ঢেলে দেওয়া হয়েছে কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য। মাঝিরা নদীর ওপার থেকে ড্রাম আর কলসি ভরে জল নিয়ে আসে তাদের নৌকায়। সেই পানি আনতে যাওয়াটাও কম বিড়ম্বনা নয়, প্যাঁচপ্যাঁচে কাদা আর ময়লার দুর্গন্ধ পার হয়ে নৌকার কাছে পৌঁছাতে হয়। একটা শিশু কলসি সামনে নিয়ে বসে আছে, তার নৌকা এখনো পৌঁছায়নি, এদিকে পার হয়ে যাচ্ছে স্কুলে যাবার সময়। স্কুলে যাবার আগে ঘরে এক কলসি জল পৌঁছে দিতে হবে, নতুবা চাল ফুটবেনা আজ চুলায়। কেননা জল আর আগুন ছাড়া যে চাল ফোটে না?

মোহাম্মাদ শাজাহান, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

করিম শহর থেকে বাড়িতে ফিরছে সাত মাস পর, ভাতিজা আর ভাতিজির পড়াশোনায় যাতে সুবিধা হয় সেজন্য একজোড়া বেঞ্চ কিনে এনেছে। কিন্তু এই জল ঠেলে ঘরে পৌঁছানো চাট্টিখানি কথা নয়, তিনদিনের টানা বর্ষণে পথঘাট সব ডুবে গেছে। এদিকে একটামাত্র ছুটির দিন, ঘরে তো পৌঁছাতেই হবে, অগত্যা জলের ভেতর দিয়ে ভ্যান নিয়ে যেতে হচ্ছে। করিম ভাবছে এখন নাহয় ভ্যানে চড়ে যাওয়া গেলো, আরেকদফা বৃষ্টি হলে তো নৌকা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু নৌকা পাওয়া তো সম্ভব নয়। আচ্ছা, কেউ কি কোনোদিন ভেবেছিলো যে পিচঢালা পথে কখনো নৌকা নিয়ে চলতে হবে। উপকূলীয় জীবনে নতুন সংকটের নাম, জলাবদ্ধতা।

মোহাম্মাদ শাজাহান, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ফসলের ক্ষেত। যে প্রান্তরে তাকিয়ে দিগন্তবিস্তৃত শস্যের সমারোহ দেখা যেতো সেখানে এখন কেবলই পানি। একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে ডাঙার সাক্ষী হিসেবে, গাছটি না থাকলে কেউ বুঝতেই পারতো না এই পানির নিচে তিনমাস আগেও ফসলের ক্ষেত ছিলো। এই অকস্মাৎ বন্যা কতজনের স্বপ্নের শস্য ধ্বংস করেছে সেটা শুধু কৃষকের মুখ দেখেই জানা যাবে, ভ্রমণপিয়াসী মানুষের বিস্ময়মাখা চোখ সে ভাঙনের কোনো খোঁজ জানে না।

কাজী মো: জহিরুল ইসলাম, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

যতটুকু পানি ধরে কলসে কিংবা কনটেইনারে ততোটুকু নেয়ার অপেক্ষা। এই জলযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার একমাত্র অস্ত্র একটি পিএসএফ এর এই নিরাপদ কয়েকটি কল। ডোবার পানি কবে ফুরিয়ে যাবে সে চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমানোর দিন গ্রামবাসীর এখন ফুরিয়ে এসেছে। এখন বেসরকারী সংস্থার দেয়া পিএসএফ এর নলকূপের হাতল চাপলেই সুপেয় জল বের হয়। শরীরকে নিয়ম করে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে প্রতিদিন দু'বেলা করে মাইলের পর মাইল আর হাঁটতে হবেনা, এই বুক ভরা শান্তি নিয়ে আসমা বেগম এখন এতোগুলো কলস নিয়ে একযুগ অপেক্ষা করতেও রাজি।

কাজী মো: জহিরুল ইসলাম, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

নদী যেমন মাতৃসমা তেমন সে প্রলয়ঙ্করীও হয়ে উঠতে পারে সময়ে সময়ে। নদী ভাঙনে ঘর-বাড়ি-জমি হারানো মানুষের কান্নার খোঁজ নদী হয়তো জানে না। নদীর পাড়ের মানুষ কতটা অসহায় সে খোঁজ জানে না এমনকি শহরের কোনো মানুষ। শহরের মৃত নদীগুলো বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত, শহর নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে জানে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের বাঁধ নামের কোনো রক্ষাকবচ নেই, আলুভর্তার সাথে মরিচ ডলে ভাত খেয়ে সে যখন ঘুমাতে যায় তখনো সে নিশ্চিত হতে পারে না আগামীকাল রাতেও সে এই ঘরে ঘুমাতে পারবে কিনা। নদী যখন প্রলয়ঙ্কারী হয়ে উঠে তখন তার খিদে হয় সর্বগ্রাসী, ঘর, গাছ, প্রার্থনালয় সবকিছুই তখন তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। অসহায় মানুষেরা কেবল চেয়ে চেয়ে দেখে, এর বেশি কিছু করবার ক্ষমতা যে তাদের নেই। আর এভাবে, ক্রমশ নদী ভাঙন হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক জীবনের অংশ।

রিভাইন চাকমা, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

ওই রাতে আজগর আলী রাতের খাওয়া শেষ করে নির্ভাবনায় ঘুমাতে গিয়েছিলেন। ওই নির্ভাবনায় নিজের বসতবাড়ি হারানোর ভাবনাও ছিলোনা। ঘূর্ণিঝড়ে ওই রাতেই সমুদ্র নিয়ে গেলো ঘর, সংসার সব। সাথে করে নিয়ে গেলো ঘরের লক্ষী বউটিকেও। এরপর থেকে জীবন আর গোছাননি তিনি। চারিদিকে সমুদ্র সফেন কিন্তু জীবনের নেই কোনো স্বাস্থ্যকর প্রক্ষালন ব্যবস্থা। এই পলিথিনে মোড়া টয়লেট কোনো সমুদ্রের হাওয়ার রোমান্টিকতা বহন করেনা, করে স্বাস্থ্যহানির সমূহ সম্ভাবনা।

রিভাইন চাকমা, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

প্ল্যাটফর্মের আধা শতেক পুরনো টিনের চাল বেয়ে নেমে আসছে বৃষ্টির জল, শিশুটির কাছে এ যেন এক আলোকের ঝর্ণাধারা। বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ এই তথ্যটা কোনোদিন স্কুলে না যাওয়া পথশিশুটিও জানে। সকালে টঙের দোকান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক টুকরা বাসি রুটির সাথে একগ্লাস বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যে কী ভীষণ কাঙ্ক্ষিত সেটি শিশুটির হাসি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। প্রতিদিন ওয়াসার ময়লা পানি গলধঃকরণের পর এইটুকু বৃষ্টির পানি যেন অমৃত।

রিভাইন চাকমা, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

চারিধারে বাঁকা জল আর মাঝখানে দুটো মানুষ। যা ছিলো সব নিয়ে গেছে সর্বনাশা নদী, এখন এই বৃদ্ধ মানুষটির আর তার নাতিকে বুকে নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি বেঁচে নেই। শিশুটি প্রতিদিন ছাগল নিয়ে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো ছাগলটিকে ঘাস খাওয়াতে, ছাগলটি কোনোদিন এত পানি দেখেনি, তার চোখেমুখে আতঙ্ক। তিনটি প্রাণী একটি ছোট দ্বীপে এই অপেক্ষায় বসে আছে পরিবারের বাকি সদস্যরা দূর ডাঙায় তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই ঠিক করে তাদের নিতে আসবে বলে।

রিবেন ধর, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

ছোট্ট শিশুটির শরীরের জন্য কলসভর্তি পানি বেশ ভারি, বুকের হাড়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে আমাদের আভাস দিচ্ছে তার কষ্টের কথা। তবুও পানি নিয়ে ফিরতে হবে বাড়িতে, উঠানে কুমড়ো গাছের সারি, দু-চারটেতে ফুলও ফুটেছে। এই কুমড়ো পরিবারের খাদ্য ও দু-চারটে বাড়তি পয়সার উৎস, পানি তার গোড়ায় সময়মত ঢেলে না দিলে তাকে বাঁচানো যাবে না। শিশুটির হয়তো টাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝবার মতো বয়স হয়নি এখনো কিন্তু সে এটুকু ঠিকই বোঝে কুমড়োর ফুল তার বাঁচাতেই হবে, একটি ফুলকে বাঁচাতেই যেনো তার এত সংগ্রাম।

রিবেন ধর, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

অভাব আর ক্ষুধার তো কোন ধর্ম থাকে না, তাদের একটাই পরিচয়- তারা সর্বজনীন। সুপেয় পানি জীবন ধারনের জন্য অনিবার্য সত্য, কিন্তু সে পানি সব জায়গায় তো একই রকম সহজলভ্য না। উপকূলবর্তী এলাকায় কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সে পানি সংগ্রহ করতে হয়। পানি সংগ্রহ করে আসার পথে তাই শত কষ্টেও মুখে ফুটে উঠতে পারে এক চিলতে হাসি। এই হাসি জীবন যুদ্ধে প্রতিদিন একটু একটু করে বেঁচে থাকার হাসি।

মোহাম্মাদ রুবেল, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

বিশুদ্ধ পানির একমাত্র উৎসের সামনে ভিড়ের মাঝে অসহায়ত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই নারীরা অপেক্ষায় আছে কখন এই কল বেয়ে পানি নামবে তাদের কলসে। এদিকে তাড়া আছে রান্নার, ঘর গোছানো থেকে শুরু করে আরও কত কিছুর। সবকিছু ফেলে বিশুদ্ধ পানির সামনে এই দাঁড়িয়ে থাকা জানান দিচ্ছে কতোটা বিকল্পহীন তাদের বেঁচে থাকা। শহুরে জীবনে যাদের বসবাস, তারা পুরো গ্লাস ভর্তি করে পানি নিয়ে বেশীরভাগ সময়ই অর্ধেকটা খেয়ে রেখে দেই, ওইটুকু পানির প্রয়োজন নেই বলে পরে কোনো এক সময় বাড়ির কেউ একজন হয়তো সেটা ফেলে দেয়। কি অদ্ভুত! একই দেশের দুই অঞ্চলে পানির প্রাচুর্যতার কি বিশাল পার্থক্য অথচ সেটি দেখার কেউ নেই। এ যেনো খানিকটা দেখেও না দেখার মতোই।

সারওয়ার হোসাইন, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

ঘুম থেকে উঠে ট্যাপ ছেড়েই যারা সুপেয় পানি পেয়ে যায়, তারা কখনোই বুঝবে না সুপেয় পানির জন্য কষ্ট কতটা ভয়াবহ হতে পারে। এক গ্লাস পানির চেহারা কারো বাসায় সাদা, কারো বাসায় একদম কালো। সুপেয় পানির অভাব এলাকা জুড়ে। এটা হওয়ার কথা ছিলো কোন কিশোরের বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষা। কিন্তু হাজার লক্ষ কিশোরের জন্য দূষিত পানিটুকুই বাস্তবতা। আর বিশুদ্ধ পানির গ্লাসটা তো এখানে একধরনের স্বপ্ন। বিজ্ঞানাগারের অভাবে তাই নিজেদের গাছেরই কচি পেয়ারার পাতা দিয়ে পানি বিশুদ্ধ কিনা সেটি পরীক্ষা করার ছবিটা অনেকটাই বলে দেয় তারা হয়তো নিজেদের মনে করে দ্বীপে আটকা পরা কোন মানুষ হিসেবে, যার কোথাও যাবার নেই, কিচ্ছু করার নেই।

সারওয়ার হোসাইন, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

এই তো, গেলো বছরেও তো এত গরম ছিলো না। প্রতি বছর গরম যেনো বাড়ছেই। এ বছর তো মনে হচ্ছে সূর্য অনেক কাছে চলে এসেছে পৃথিবীর, যে তাপ টের পাওয়া যাচ্ছে! আর ক'দিন পর অবস্থা যে কি দাঁড়াবে, ভাবতেই ভয় লাগে! প্রতি বছর যেনো পৃথিবীটা একটু একটু করে আরো বেশি নরকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে ভয় ছাড়া কিছু কাজ করে না। ফেলপসের মতো নৈপুণ্যে ডাইভ করা এই কিশোরটির হয়তো কোনদিনই অলিম্পিক মানের পুলে ডাইভ করা হয়ে উঠবেনা। কারণ এমন অঞ্চল যার বছরান্তের সাথী তার স্বাস্থ্যের ভগ্নদশা অবশ্যম্ভাবী। একটু বিশুদ্ধ পানির অভাবে হারিয়ে যাবে আমাদের কতো কতো মাইকেল ফেলপসরা।

সুবর্ণ চিসিম, রিজিওনাল কমিউনিকেশন কো-অর্ডিনেটর, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

সালেহা খাতুনের কাছে প্রতিটি দিন একটি নতুন যুদ্ধ মনে হয়, যে যুদ্ধে তাকে নিজের পরিবারের জন্য জয় পেতেই হয়। সুপেয় পানি সংগ্রহ করার যুদ্ধটা এতদিন ধরে তিনি একাই করে আসছেন, এখনও করতে হয়। কখনো কখনো এলাকার অনেকের জন্য। একসাথে অনেক পরিবারের জন্য তার এই পানি সংগ্রহ করে আনার যুদ্ধ, যে যুদ্ধে তাকে সাহায্য করে অনেকেই। ভাগাভাগি হয় ভ্যান ভাড়াটা। এলাকার পাড়া প্রতিবেশীর সাথে এই কষ্টটা যখন ভাগ হয়ে যায়, তখন বেঁচে থাকার এই সংগ্রামটা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সহজ হয়ে উঠে।

সুবর্ণ চিসিম, রিজিওনাল কমিউনিকেশন কো-অর্ডিনেটর, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

এই হাসির পিছনে যে সুখ, তা অকৃত্রিম। এক কলসি পানির গুরুত্ব বুঝতে তার পিছনে এক কলসি পানি সংগ্রহ করার জন্য কষ্টের পরিমাণটাও নির্ণয় করা জরুরি। কত শত কাজ তো হয় গ্রামে; কিন্তু মানুষের কষ্ট কমানোর মতো কাজ কয়টা হয়? যাদের কল্যাণে সুপেয় পানি সংগ্রহ করার এই কষ্ট কিছুটা কমে গেলো, তাদের প্রতি মনের ভেতর থেকে আসে আশির্বাদ। তাই এতদিন পর এমন একটা কাজ দেখে, যেখানে চাইলেই সুপেয় পানি পাওয়া যাবে, তা দেখে চাঁদের হাসি বাঁধ ভাঙলো।

মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, উন্নয়ন কর্মী, শ্যামলী, ঢাকা

উঁচু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন একজন নারী। প্রতিদিন নিয়ম করে দুইবেলা এভাবে জল সংগ্রহ করতে হয় তাদের। অলিম্পিকে দড়ির উপর হাঁটা যেরকম কঠিন, এ পথচলা তার'চে খুব একটা কম কঠিন নয়। হাঁটার ছন্দ একটু এলোমেলো হলেই জলভর্তি পাত্র সশব্দে পড়ে যাবে মাথা থেকে। এই অঞ্চলে শুকনো মৌসুমে জল পাওয়া দুষ্কর, দু-একটা জলাভূমি যাও আছে সেটিও জল নিয়ে টিকে থাকে বছরের অর্ধেকেরও কম সময়, এই অঞ্চলের মানুষদের ওটুকুই সম্বল।

রওনক জাহান খান রণন, শিক্ষার্থী, ফরেস্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বৃষ্টি কারোর কাছে শুধু আনন্দের ব্যাপার, কারোর কাছে জীবন বাঁচানোর উপলক্ষ্য, অন্তত এই অঞ্চলের মানুষের কাছে তো তাই। সারা বছর চাতক পাখির মত অপেক্ষা, কবে মেঘ ভেঙে নামবে বৃষ্টি, বৃষ্টির পানি পান করা যাবে, কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে না সুপেয় পানির জন্য। আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, নিজেদের সবকিছু নিয়ে তৈরি এলাকার লোক, এ কোন যেনতেন বৃষ্টি না; আশির্বাদের বৃষ্টি।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

বৃষ্টি যখন কারোর কারোর কাছে শুধুমাত্র আনন্দ আর উল্লাসের ঘনঘটা, তখন ওই একই দেশে কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টি মানুষের কাছে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর তাগিদ, অন্তত এই অঞ্চলের মানুষের কাছে তো তাই। সারা বছর এই বর্ষার জন্যে কি ভয়াবহ অপেক্ষা। অপেক্ষা সেই দিনগুলোর, কবে মেঘ ভেঙে নামবে বৃষ্টি, বৃষ্টির পানি পান করা যাবে, কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে না সুপেয় পানির জন্য অন্তত কয়েকটা দিন। লবণাক্ততার গ্রাসে যখন জলাশয় ও পুকুর দূষিত তখন বৃষ্টির পানি সংগ্রহের এই সহজ কৌশলই সংস্থান করছে এই পরিবারে নিরাপদ পানি। আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, নিজেদের সবকিছু নিয়ে তৈরী এলাকার লোক, এ তো যেনতেন বৃষ্টি না, আশির্বাদের বৃষ্টি।

নবযাত্রা প্রকল্প , নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

একজন স্কুলে পড়ে আরেকজনের নিতান্তই শৈশব। শিক্ষার শুরুটা কিন্তু এখনই। তাই মা শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয়। শুধুমাত্র অপরিষ্কার হাতের মাধ্যমে প্রাণঘাতী নানা জীবাণু ছড়িয়ে বিপন্ন করতে পারে জীবন। তাই বলা যেতে পারে, হাত ধোয়ার এই আয়োজন এক অর্থে জীবনের বিপন্নতা ধুয়ে ফেলারও আয়োজন।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

কল থেকে টুপটাপ পানি পড়ছে, বাড়ির তিনটি শিশুর এখন গোসলের সময়। পানি এখানে খুব হিসেব করে খরচ করতে হয়, একা একা সময় নিয়ে গোসল করার বিলাসিতা এই শিশুদের জীবনে কখনো আসবে না। এই অঞ্চলে মাটি খুব কৃপণ, সে হিসেব করে পানি সরবরাহ করে। তিনটি শিশুকে একসাথে গোসল করানো হবে, তাতে হয়তো একজনের মাথা আর আরেকজনের পা ঠিকভাবে ভিজবেই না, একজন হয়তো দাবী করে বসবে সে আরো ভিজতে চায়। মা তাদের বলবেন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে, আকাশ মাটির মতো অতো কৃপণ নয়, বৃষ্টি নামলে তারা প্রাণভরে ভিজতে পারবে।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

ছোট্ট এই শিশুগুলো যে জানেও না কতশত অজানা জীবাণুকে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মাধ্যমে পরাস্ত করতে শিখছে তারা। "এসো করো স্নান নবধারা জলে"- কবিগুরুর চরণে আনন্দিত হয়ে নবধারার জন্য অপেক্ষা করা যায়, কিন্তু সে নবধারা না এলেও তাতে আনন্দ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। সূর্যের চিকচিকে আলোয়, মা'র আদরে, ভাইদের সাথে কিংবা পরিবারের সাথেও সে আনন্দ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে যদি নিজেদের মননে সে আনন্দটুকু অবশিষ্ট থাকে। জীবনের কঠিন দিনগুলো ঘরের শিশুদের এখনো মুখোমুখি হতে হয় না, তাই তারা যেকোন স্থানেই ভেসে যেতে পারে মলয় বাতাসে, পান করতে পারে কুসুমের মধু। অন্তত গ্রামের এই প্রজন্মের শিশুগুলো শিখে যাক, কিভাবে সুস্থ থেকে ঠিকই জিতে যাওয়া যায়।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

এটি একটি সুখী পরিবারের গল্প, এই পরিবারের নিজস্ব পানির ট্যাংক আছে। মাটির গভীর থেকে পানি তুলে এই ট্যাংক পরিবারটির পানির প্রয়োজনীয়তা মেটায়। মা এবং সন্তানের মুখে যে পরিতৃপ্তির হাসি, সেটা এই স্বচ্ছলতার প্রতিফলন, পানিই তো জীবন। পানি নিয়ে তাদের না ভাবলেও চলে, কিন্তু এই অঞ্চলের বাকি যে বারো আনা মানুষের সুপেয় পানি পাবার ব্যবস্থা নেই কেমন আছে সেইসব পরিবারের মা ও শিশু?

নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়াশ টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

যেসব গ্রামে পাইপ ওয়াটার নেই, কল নেই কিংবা টিউবয়েলের খোঁজে যেতে হয় দূর থেকে দূরান্তে; সেসব জায়গায় হাত ধোয়ার জন্য এই সাধারণ প্রকৌশল-টিপিট্যাপ। একটি বোতলের ফুটোই এখানে কল যার প্রবাহমানতায় মায়ের কাছে হাত ধোয়া শিখছে ছোট্ট এই শিশু; যে জানেও না কতশত অজানা জীবাণুকে পরাস্ত করতে শিখছে সে। স্বাস্থ্যবিধি চর্চা পীড়িত উপকূলীয় মানুষের জীবনের এক মহা সংকট। এ বিষয়ে বহু কাজ হয়েছে; তবু যেতে হবে আরো বহুদূর।

নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়াশ টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

রাহেলা বেগম রান্নার পানি নিতে এসেছেন। পানি টানা তার পক্ষে নতুন কিছু নয়, সেই দশ বছর বয়স থেকেই কলসি তার কাঁখে উঠা শুরু করেছে। অভ্যাসের বসে কলসি বয়ে নেয়াটা আর কাছে কোনো শক্ত কাজ মনে হয় না। কিন্তু খালের জল শুকিয়ে যাচ্ছে দিনদিন, এখন এত নিচে নেমে এসেছে জলের স্তর যে, পানি নিতে অনেকটা ঢাল বেয়ে নামতে হয়। এটা একটা বিপদজনক ঢাল, পা ফস্কে গেলেই পানিতে পড়তে হবে। কাঁখে কলসি নিয়ে এই ঢাল বেয়ে উপরে উঠা বেশ কঠিন, কলসি ভরে তিনি শুধু এই কথাটাই ভাবছেন যে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। বয়স বেড়েছে, আঘাত পেলে শরীর খুব সহজে সেটা সইতে পারবে না।

নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়াশ টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

কয়েকটি মাত্র কল আর অনেকগুলো মানুষ। এই কলস ভরতে থাকার যুদ্ধ যুদ্ধ অপেক্ষায় প্রতিবার ভরে ওঠা কলস একেকটি বিজয় অন্তহীন দুঃসময়ের বিপক্ষে, দূষিত পানির বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ পানিতে ভরে ওঠা কলস যেনো এই বধূর জীবনের বিজয়; যে বিজয়ের প্রাত্যহিকতায় আলাদা উদযাপন নেই, আছে সামান্য স্মিত হাসি। এই হাসি দেখে আনন্দ হয়না, বুকের ভেতর কোথায় যেনো লাগে!

নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়াশ টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

দুর্বিনীত বাতাস ভেদ করে শুষ্ক প্রান্তরকে পাশে ফেলে বিশুদ্ধ পানির খোঁজে কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দেয়ার এ এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রা। এ অভিযাত্রায় যে দুই বীর কলসী কাঁখে দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছে তাদের ফিরতে হবে নিশ্চিত বিজয় নিয়ে নয়তো সন্তানের তৃষ্ণা মিটবে না, ভাতের হাড়ি উঠবে না চুলায়। তারা জানেন, কলস ভর্তি এই বিশুদ্ধ পানিই রৌদ্রের খরতাপে সিক্ত করবে তাদের প্রাণ। কিন্তু তার জন্য হাঁটতে হবে পথের পর পথ।

নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়াশ টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

কলস থেকে কলসে পানি ঢেলে সবকটি কলস পূর্ণ করার বিদ্যা রপ্ত করতে হয়েছে দুই জলদাত্রীর বহু আগে থেকেই। শুধু তাই নয়, তাদের আরও জানা আছে খালি কলসে পানির তোলার সুর ও নৃত্য। এই সকল প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্মেষ ঘটানোর মধ্য দিয়েই চলছে তাদের জীবন সংগ্রাম, বিশুদ্ধ পানির জন্য নিত্য লড়াই।

নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়াশ টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

সবুজের মাঝে লাল শাড়ি জড়িয়ে যেনো বাংলাদেশ চলেছে বিশুদ্ধ পানির সন্ধানে। বাংলাদেশ, যে দেশটির উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সরাসরি ক্ষতির সম্মুখীন। লবনাক্ততা, ঘন ঘন জলোচ্ছ্বাস ও দূর্যোগে বিপর্যস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষেরা হয়তো বৈশ্বিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন বোঝে না, কিন্তু ঠিকই বোঝে নিয়ত বেঁচে থাকাটা একটা লড়াই।

নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়াশ টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

ওর নাম আরিফা। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। এর মধ্যেই স্কুলে শিখে গেছে এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানি আমাদের শিশুদের দেয় ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা, বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা, আরো দেয় নিশ্চয়তা সুস্বাস্থ্যের। তাই আরিফা নামের এই মেয়েটি একটি প্রিয় খেলনার মতোই এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানির আনন্দে গ্লাস উঁচিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে তার অন্তরের হর্ষধ্বনি।

নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়াশ টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানির জন্য সংগ্রাম যেন এক ললাট লিখন। পরিবারের সুপেয় পানির জন্য প্রতিদিন কয়েক বার করে যেতে হয় ঘর থেকে বহু দূর, সেখান থেকে এই রোদ ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে বয়ে আনতে হয় সুপেয় পানি, নইলে পরিবারের সবাই পানি পাবে না। রোজকার এই জীবন হয়ে উঠে প্রতিদিনের মহাকাব্য, যখন সুপেয় পানির অভাব হয়ে ওঠে এতটাই প্রকট। তারপরো এই হাসিমুখ। এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ, সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত। পৃথিবীর প্রতিটা বাবা মা-ই চায় তার সন্তান যেনো হাসিমুখে থাকে, থাকে দুধে-ভাতে।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

নারী দেবী শক্তি হয়ে ওঠে তার পরিবার বিপর্যস্ত, আক্রান্ত হলে। বন্যায় জীবন যখন যাতনাময়, মায়ের শিশু যখন সুপেয় পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত; তখন নারী হয়ে ওঠেন মরিয়া সামান্য বিশুদ্ধ পানির জন্য। কিছু জনপদের সাথে প্রকৃতির যেন জন্ম বৈরিতা। গভীরতম কূপও পারেনা মিঠা পানির নিশ্চয়তা দিতে। একটু সুপেয় পানির জন্য যেখানে চলে অবিরাম সংগ্রাম; তখন একটা গ্রামে বেসরকারী সংস্থার দেয়া একটিমাত্র পিএসএফ এর পানিও শিশুদের স্বর্গীয় হাসির কারণ হয়ে ওঠে। সকল প্রতিকূলতার পরও বাঙালী মা চান তার শিশুর জন্য নিজের না পাওয়াগুলো পূরণ করতে। সুস্বাস্থ্যের শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানির সহজলভ্যতা এসবই এই বঞ্চিত মায়েরা পূরণ করতে চান তাদের আগামী প্রজন্মের জন্য।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

ইউএসআইডির অর্থায়নে নবযাত্রা প্রকল্প গ্রামে একটি পিএসএফ স্থাপন করেছে। সুপেয় পানির খোঁজে পাড়া থেকে পাড়ায়, মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়ানোর দিন আপাতত শেষ। ডোবার পানি কবে ফুরিয়ে যাবে সে চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমানোর দিন গ্রামবাসীর এখন ফুরিয়ে এসেছে। এখন পিএসএফ এর নলকূপের হাতল চাপলেই সুপেয় জল বের হয়, এটা এই গ্রামের মানুষের কাছে আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার চাইতে কোনো অংশে কম আনন্দদায়ক কিছু নয়। পানির অভাবের মতো একটি যন্ত্রণাদায়ক কষ্টের অবসান এই প্রকল্প এরকম অনিন্দ্যসুন্দর হাসি উপহার দিয়েছে গ্রামের ঘরে ঘরে।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

প্রাকৃতিক দূর্যোগের দিনে আমরা টিভি চ্যানেলে দেখি দূর্যোগ কবলিত অঞ্চলে হেলিকপ্টার ভর্তি করে ধান, চাল, গম নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। কিন্তু ধানের চেয়ে জরুরি তো খাওয়ার পানি। ভাতের বদলে তাও তো আলু খেয়ে পেট ভরানো যায় কিন্তু পানির তো কোনো বিকল্প নেই। ছবিতে যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে সেখানে খাবার পানির তীব্র অভাব, পুকুরে যে জল আছে সেটা পানের অযোগ্য, কলেরার জীবাণু ওই জলের পরতে পরতে। এই গ্রামের মানুষের এখন ভাত, বস্ত্রের চাইতে প্রয়োজন খাবার পানির, পানিই তাদের জন্য বর্তমানে সবচাইতে জরুরী ত্রাণ। তাই উপকূলীয় অঞ্চলে পানি হয়ে উঠেছে ত্রাণের অপরিহার্য অংশ।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

একটি শিশু দুটো খালি কলসি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মায়ের কাছে, শিশুটির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে জলমগ্ন অঞ্চল। এবারের বন্যায় মাঠঘাট ডুবেছে তবে নৌকা ভাসানোর মতো গভীরতা জলের হয়নি, পানি কোনোক্রমে হাঁটু ছুঁয়েছে। শিল্পকারখানাগুলো আমাদের নদীগুলোতে যে বর্জ্য ফেলে সেই বর্জ্য বয়ে এনেছে এই পানি, পানিকে করেছে দূষিত। এই পানিতে নিজেকে না ভেজানোর সতর্ক অভিব্যক্তি শিশুটির চোখেমুখে। এই হাঁটুজল পেরিয়ে তাকে যেতে হবে মায়ের কাছে যেখানে মা অপেক্ষা করছে লাইনে দাঁড়িয়ে, যেই লাইনে পুরো গ্রামের মহিলারা অপেক্ষা করবে ঘন্টার পর ঘন্টা। সময়কে অপ্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিয়ে সেখান থেকেই পানি আনতে হবে মা ও মেয়ের, এটিই তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের অজানা অধ্যায়।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

একজন বৃদ্ধা কলসি বহন করে ঘরে ফিরছেন। তিনি এখনো এতো বৃদ্ধ হননি যে হাতে লাঠি ব্যবহার করতে হবে কিন্তু নিজের শরীরের সাথে বিশ লিটার জলের ভার যুক্ত হলে লাঠি ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। বয়স বেড়ে গেলে মানুষের পা আর কথা শোনেনা, মস্তিষ্কের নির্দেশনা অমান্য করে তখন পা দুটো, এলোমেলো ধাপ ফেলে, এমন বয়সে লাঠি ছাড়া কিইবা উপায়? ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত এই অঞ্চলে পানি মানুষের ঘরে ঘরে বিরাজ করেনা, পানির খোঁজে মানুষকে যেতে হয় দূর- দূরান্তে। নিশ্চিত প্রতিরাতে এই বৃদ্ধ মহিলাটি প্রার্থনা করে ঘুমাতে যান যেনো ঈশ্বর এই গ্রামটির দিকে একবার মুখ তুলে তাকান। কিন্তু ভদ্রপল্লী ছেড়ে এখানে আসার সময় ঈশ্বরের আদৌ কি কখনো হবে?

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

মায়ের শিশু যখন সুপেয় পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত; তখন নারী হয়ে ওঠেন মরিয়া সামান্য বিশুদ্ধ পানির জন্য। কিছু জনপদের সাথে প্রকৃতির যেন জন্ম বৈরিতা। একটু সুপেয় পানির জন্য যেখানে চলে অবিরাম সংগ্রাম; তখন একটা গ্রামে বেসরকারী সংস্থার দেয়া একটিমাত্র পিএসএফ এর পানিও শিশুদের স্বর্গীয় হাসির কারণ হয়ে ওঠে। সকল প্রতিকূলতার পরও বাঙালী মা চান তার শিশুর জন্য নিজের না পাওয়াগুলি পূরণ করতে। মা এবং সন্তানের মুখে যে পরিতৃপ্তির হাসি সেটা তারই প্রতিফলন, "আমরা আশায় থাকি, আশায় বাঁচি"।

নবযাত্রা প্রকল্প, নলেজ ম্যানেজমেন্ট টিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

জলমগ্ন জীবনে জলের ব্যাকুলতা,
লোনা জলে জীবনের আকুলতা..

This photo album is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of World Vision, Inc. and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.